আমি তোমাদের কবি

জার্নিম্যান
বুক্‌স

আমি তোমাদের কবি

জার্নিম্যান বুক্স

মুহাম্মদ সামাদ

জার্নিম্যান বুক্স

উৎসর্গ

কবি আমিনুর রহমান সুলতান
অনুজপ্রতিমেষু

জার্নিম্যান
বুক্‌স

জার্নিম্যান
বুক্স

সূচিপত্র

আমি তোমাদের কবি ৯
আমার নন্দিতা বাড়ি নেই ১১
জীবন রে তুঁহুঁ মম শ্যামসমান ১৩
তোমার প্রেমের আলো ১৫
ভালোবাসা এই সত্য চিরন্তন ১৬
এই বাংলা মুজিবময় ২৭
স্বাধীনতার সূর্য ওঠে ২৯
প্রজন্ম চত্বর ৩১
সবার উপরে মানুষ সত্য ৩২
ডোনাল্ড ট্রাম্প ৩৫
অঙ সান সু চিকে ৩৬
চারুমুখী মেয়েটির কৈশোরের কচিমুখ ৩৮
আমাকে আনন্দে ভাসাও ৩৯
ফুলের গন্ধে ঘুম আসবে ৪১
আমরা দুজনে মিলনে-মিথুনে ৪২
তুমি আরামে ঘুমাও ৪৩
আমি ভাবতে পারি নি ৪৪
কবির মৃত্যুতে ৪৫
আমি তাই কাছে যাই ৪৬

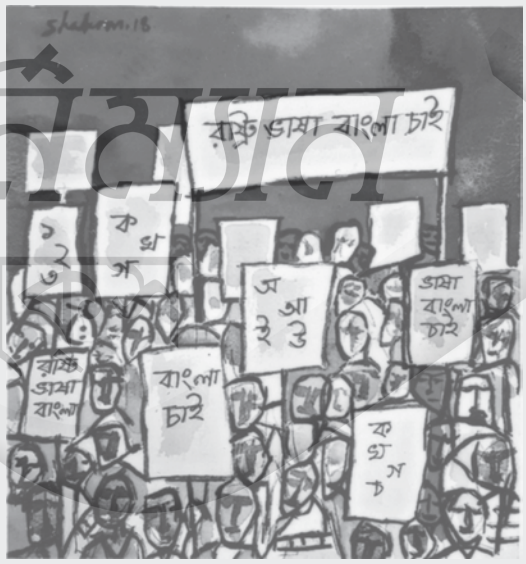

রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই
১ ২ ৩
ক খ গ
অ আ ই উ
ভাষা বাংলা চাই
রাষ্ট্র ভাষা বাংলা
বাংলা চাই
ক খ গ ঘ

আমি তোমাদের কবি

আমি তোমাদের কবি– তোমরা আমাকে নাও

ছায়াঢাকা গাঁয়ের মাটির মসজিদ– সুরেলা আজান
প্রাচীন মন্দির, উলুধ্বনি, কীর্তন, গাজনের গান
পুরনো গির্জার ঘণ্টা, প্রণত প্রার্থনা, যিশুর বন্দনা
কিয়াঙে কিয়াঙে জোড়হাতে– বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি...

লাল হালখাতা, হাওয়াই মিঠাই, চিনির হাতি-ঘোড়া
কুমোরের চাকা, মাটির পুতুল, ঢেঁকিতে গাঁয়ের বধূ
নাগরদোলার ঘূর্ণি, রাতভর যাত্রাপালা, লালনের গান
কবি নজরুল-রবীন্দ্রনাথ, বঙ্গবন্ধু মুজিবের মুখ;

রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, শোকার্ত প্রভাতফেরি
ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান– আসাদের রক্তমাখা শার্ট;
সাতই মার্চের রেসকোর্স, জয় বাংলা, মুক্তিযুদ্ধ
লক্ষ লক্ষ শহিদের রক্তেভেজা প্রিয় স্বাধীনতা;

আমি তোমাদের কবি– তোমরা আমাকে নাও।

চৈত্রের হাওয়া,আড়বাঁশি– বিদায়বেলার সুর
বিরহ-বেদনা,পাপ-তাপ, মেঘ, বৃষ্টি, ভোর
মৃদুমন্দ বসন্তের বাতাস, নতুনকচিপাতা
মউমউ আমের মুকুল, মাতাল মৌমাছি;

পদ্মার ইলিশ, হালদার পোয়াতি কাতলা, রুই;
কপোতাক্ষের মধুসূদন, ব্রহ্মপুত্রের অষ্টমী-স্নান
মেঘনার ঢেউ; যমুনার ভয়াল ভাঙন– ঘোলা জল
মাতৃসমা নদ-নদীর উর্বর পলি, শস্যের সুষমা;

সবুজধানের ক্ষেতে বাতাসের দোলা, মাঠের কিষাণ
জারি-সারি-কবিগান– অথই হাওরে উদাস সুরের টান
হাওয়ায় থিরথির বিলের কলমি, কচুরিপানার ফুল
হিজলের ডালে খয়েরি শালিখ, বাঁশঝাড়ে সাদা বক;

আমাকে তোমরা নাও– আমি তোমাদের কবি।

পহেলা বৈশাখ, ঈদ, দুর্গাপুজা, বড়দিন, বুদ্ধপুর্ণিমা
নৌকার বহর, পালের বাতাসে ভাটিয়ালি, মারফতি
পাহাড়ের ঝরনার গায়ে বিহু, সাংরাই– জলকেলি
কিশোরীর নতুন পিরান, পাঁচনের ঘ্রাণ, পিঠাপুলি;

আউশের ফেনাভাত, পাটশাক, সজ্‌নের ডাটা
তেলে ভাজা শুকনো মরিচ, ঝড়ে পড়া কাঁচা আম
কাজলি মাছের ঝোল, চলন বিলের কই
বাটির পায়েস, ডালায় বিন্নির খই, ঘরেপাতা দই;

চারুমুখী মেয়েটির দুরন্ত কৈশোর– কপালের কাটা দাগ
রঙিন কাঁচের চুড়ি, মাটির গয়না, রুপোর নোলক
লাল-নীল-বেগুনি পুঁতির মালা, খোঁপার শাপলা
পরনে বাহারি শাড়ি, কালো টিপ, লাল ঠোঁট–

এই তো শ্যামল বাংলার রূপ– আমি আঁকি সেই ছবি
আমাকে তোমরা নাও– আমি তোমাদের কবি।।

জাগৃতি বুক্স

আমার নন্দিতা বাড়ি নেই

ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে এথেন্সের পথে
মেঘের উপরে ভাসতে ভাসতে
আমি চোখ বুজে নন্দিতাকে দেখি:

[ছোটোবেলা যে মেয়ে আমার জামা, জুতো
ছোটো গায়ে ছোটো পায়ে গলিয়ে হাসতো খিলখিল করে]
এই শীতে– গায়ে ডাউন জ্যাকেট, পায়ে গামবুট
মাথায় উলেন টুপি আর জিনসের প্যান্ট পরে
পিঠে ব্যাগ নিয়ে সে লন্ডনের পথে পথে হাঁটে;
বাস থেকে বাসে ওঠে, ট্রেন থেকে ট্রেনে চড়ে,
ওভারব্রিজের সিঁড়ি ভেঙে প্ল্যাটফর্ম বদলায়;
বাসভর্তি ট্রেনভর্তি ব্যস্তসমস্ত মানুষ
সাদা কালো আর বাদামি মানুষ–
তবুও এখানে কেউ যেনো কারো নয়;
নন্দিতাও কাউকে চেনে না!
কখনও বা খুব ঠান্ডায় কফিশপে ঢুকে যায়
এক কোণে বসে একা একা কফি খায়।

আমি দেখি, সামারে সবুজ ঘাসে গাছে
প্রজাপতির রঙিন দোলা; কাঠবিড়ালির ছুটোছুটি;
মউমাছিদের সুরে মশগুল ফুলের বাগান;
আর, নন্দিতা কফির মগ হাতে করে
ওদের ইউনিভার্সিটির সবুজ চত্বরে
পাখিদের মতো ওড়ে, ঘোরে, আড্ডা দেয়;
ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, মাদাম তুসোতে যায়;
টাওয়ার ব্রিজের ফুরফুরে হাওয়ায় ওর চুল ওড়ে;
রঙবেরঙের ছবি তুলে ফেসবুকে পোস্ট দেয়;
ফেসবুকের দেয়াল জুড়ে লাইক, লাইক...

রীমা আর আমি প্রতিরাতে ভাইবারে কথা বলি
ওর ছোট্টো ঘরের নানান ছবি দেখি–
বই ল্যাপটপ ফ্রাইপ্যান রাইসকুকার
ডিপফ্রিজে ডিম মাছ বেরিফল...
হাসিমুখে কত না বাহবা দিই!

কোনো কোনো দিন বাড়ি ফিরে
অভ্যেসবশত ডাক দিই– মা, কী করো? আসো খাই।
ওর ঘর থাকে পাথরের মতো নিরুত্তর;
মুহূর্তে আমার বুকের ভিতর
বয়ে যায় শূন্যতার ঝড় ...
[আমার নন্দিতা বাড়ি নেই]!

জার্নিম্যান
বুক্স

জীবন রে তুঁহুঁ মম শ্যামসমান

[থাই কবি মাইনুয়েঙ কর কান্থি ওরফে কমল দুয়াংপাসাখ-এর হত্যার খবর পড়ে]

মাই নুয়েঙ, তোমার প্রিয় মাতৃভূমির
একটি হাসপাতালে শুয়ে *ব্যাংকক পোস্ট*-এ পড়লাম
বন্দুকের গুলিতে কবিকে হত্যার খবর
রক্তের বন্যায় ভেসে যাচ্ছো তুমি
দুইকাঁধে তোমার ছড়ানো চুল, জ্যোর্তিময় চোখ আর
কাব্যময় মুখ থেকে ঠিকরে পড়ছে দ্যুতি!
এবং তোমার দয়িতার অশ্রু বাষ্প হয়ে
শ্যামদেশের আকাশ ঢেকে দিচ্ছে কালো মেঘে!

ড্রাগনের মতোন হিংস্র সামরিক জান্তা, আর
রাজতন্ত্রের সমালোচনা নিষিদ্ধের প্রতিবাদে
রেডশার্ট মুভমেন্টে তোমার কলম ফুঁসে উঠেছে এবং
ছড়িয়ে দিয়েছে কৃষ্ণচূড়ার মতোন লাল আগুনের শিখা।
খুনিদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেই বারবার তুমি
আদালতে দাঁড়িয়েছো; তোমার কবিতা পড়ার
অমিততেজ ভঙ্গি, দেশপ্রেম আর
মানুষকে অকৃত্রিম ভালোবাসার গোলাপ
আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় লোরকার মৃত্যুদৃশ্য,
মোলয়েজ-এর ফাঁসি আর নাজিম হিকমতের কবিতা
'দুঃসময় থেকে সুসময়ে পৌঁছে দেবে মানুষ মানুষকে'।

থাইদের প্রিয় লালজামা কবি তুমি– রেডশার্টস পোয়েট।
আমি জানি মানুষের আত্মা বেরিয়ে পড়লে
মাটি ও পানির সঙ্গে মিশে যাবে এই তুচ্ছ দেহ।
তবু, তুমি কবি! আমিও কবিতা লিখি বন্ধু।
তাই অশ্রুসজল নয়নে এই সুউচ্চ হাসপাতালের
জানালা খুলে দাঁড়াতেই চতুর্দিক থেকে
আজ ভেসে আসছে তোমার দরাজ কণ্ঠস্বর–
আমি গাই জীবনের জয়গান
জীবন রে তুঁহুঁ মম শ্যামসমান!

২৩ এপ্রিল ২০১৪, ব্যাংকক হসপিটাল, থাইল্যান্ড